বিংশতি অধ্যায়

শুদ্ধভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

বিভিন্ন মানুষের ভাল-মন্দ বিভিন্ন গুণ অনুসারে এই অধ্যায়ে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ প্রকাশকারী বাণী। এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের ধারণাভিত্তিক দ্বন্দ্বভাব লক্ষিত হয়, একই সঙ্গে বেদ এই দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেন। শাস্ত্রে কেন এইরূপ বিরোধাত্মক ধারণা থাকে, এবং কিভাবে তাদের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, তার কারণ জানতে চেয়ে শ্রীউদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে পরমেশ্বর ভগবান বললেন যে, মুক্তি লাভের সুবিধার্থে বেদে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। যারা আসক্ত এবং স্থূল বাসনায় পূর্ণ তাদের জন্য কর্মযোগ, যারা কর্মের ফলের প্রতি অনাসক্ত এবং জড় প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছেন তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ, আর যাঁরা যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন তাঁদের জন্য ভক্তিযোগ উদ্দিষ্ট। যতক্ষণ কেউ তাঁর কর্মের ফল উপভোগ করার প্রতি অনাসক্ত না হন, অথবা যতক্ষণ না ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা কথা আলোচনার প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত করেন, ততক্ষণই তাঁকে তাঁর কর্মের অনুমোদিত কর্তব্যগুলি পালন করে চলতে হবে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের জন্য ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি পালন করার প্রয়োজন নেই।

যে সমস্ত ব্যক্তি নিজের কর্তব্য পালন করেন, নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করেন এবং লোভাদি অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর ব্যাপারগুলি থেকে মুক্ত, তাঁরা হয় অদ্বৈতবাদী জ্ঞান লাভ করেন, অন্যথায় ভাগ্য ভাল হলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ জ্ঞান এবং ভক্তি কেবল মনুষ্যদেহেই লাভ করা যায়, তাই স্বর্গবাসী দেবতা এবং নরকবাসী, সকলেরই কাম্য হচ্ছে মনুষ্যদেহ লাভ করা। মনুষ্যদেহ, জ্ঞান এবং ভক্তিরূপে যদিও আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করে, তথাপি তা ক্ষণস্থায়ী; তাই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত মৃত্যুর পূর্বে মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করা। মনুষ্যদেহ হচ্ছে একটি নৌকার মতো, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কাণ্ডারী, এবং ভগবৎ-কৃপা হচ্ছে অনুকূল বায়ু। যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহরূপী দুর্লভ নৌকা লাভ করেও, ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাসনা না করেন, প্রকৃত অর্থে তিনি আত্মঘাতী। মন হচ্ছে চঞ্চল, তাই তাকে অনিশ্চিতভাবে যেমন খুশি চলতে অনুমোদন করা ঠিক নয়, বরং সত্ত্বগুণজাত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুকে জয় করে মনকে বশে আনতে হবে।

যতক্ষণ না মনস্থির হয়, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পর্যায়ক্রমে জড় বস্তুর সৃষ্টি পদ্ধতি এবং বিপরীতভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, এই পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের পদ্ধতি বিষয়ে ধ্যান করা উচিত। গুরুদেবের নির্দেশ প্রতিনিয়ত অনুশীলন করার মাধ্যমে, যাঁর অনাসক্তি এবং বৈরাগ্য বুদ্ধি রয়েছে, তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য উপাদান এবং দৈহিক মিথ্যা পরিচিতি ত্যাগ করতে পারেন। যম-নিয়মাদির মাধ্যমে যোগাভ্যাস করে, দিব্যজ্ঞান অনুশীলন এবং পরমেশ্বরের পূজা এবং ধ্যান করার মাধ্যমে পরমাত্মার স্মরণ করা যায়।

ধর্ম, বা গুণ-এর অর্থ হচ্ছে, নিজের যোগ্যতার বিশেষ পর্যায় অনুসারে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি একাগ্র থাকা। কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ এ সম্পর্কে শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে, সঞ্চিত জড় সঙ্গ ত্যাগের বাসনার দ্বারা আমাদের সমস্ত অমঙ্গলজনক জড়কর্ম বিদূরীত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। প্রতিনিয়ত ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে যে কেউ তাঁর মনকে পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করতে পারেন, আর এইভাবে তাঁর হৃদয়স্থ সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়। যখন কেউ প্রত্যক্ষরূপে পরমেশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেন, তাঁর অহংকার তখন সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। তখন তাঁর সমস্ত সন্দেহ বিনাশ হয়, এবং পুঞ্জিভূত জড় কর্মও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। এই কারণে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তরা জ্ঞান এবং বৈরাগ্যকে সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের পন্থা বলে মনে করেন না। জড় বাসনা রহিত এবং জড় বস্তুর প্রতি অনীহ ব্যক্তির হৃদয়েই কেবল ভক্তিযোগের উদয় হয়। ধর্মের বাহ্যিক বিধি-নিষেধের আচরণজাত পাপ এবং পুণ্য, পরমেশ্বর ভগবানের অবিমিশ্র শুদ্ধ ভক্তের জন্য প্রযোজ্য নয়।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষং চ কর্মণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **বিধিঃ**—বিধি; **চ**—এবং; **প্রতিষেধঃ**—নিষেধ; **চ**—এবং; **নিগমঃ**—বৈদিক শাস্ত্র; **হী**—বস্তুত; **ঈশ্বরস্য**—ঈশ্বরের; **তে**—তোমার; **অবেক্ষতে**—আলোকপাত করে; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে অরবিন্দাক্ষ; **গুণম্**—পুণ্য বা সৎ গুণাবলী; **দোষম্**—পাপ বা অসৎ গুণ, **চ**—এবং; **কর্মণাম্**—কর্মের।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ, আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর, বিধি এবং নিষেধাত্মক আপনার বিধান বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কর্মের সৎ এবং অসৎ গুণাবলীর ওপর আলোকপাত করে।

তাৎপর্য

পূর্বের অধ্যায়ের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গুণ-দোষ-দৃশির্দোষ গুণস্তুভয়-বর্জিতঃ* অর্থাৎ "জড় পাপ এবং পুণ্যের প্রতি আলোকপাত করাটাই একটি অসঙ্গতি, কেননা প্রকৃত পুণ্য হচ্ছে এই দুটি থেকেই উত্তীর্ণ হওয়া।" শ্রীউদ্ধব এখানে সেই ব্যাপারেই বলে চলেছেন, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জটিল বিষয়ের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শ্রীউদ্ধব এখানে বলছেন যে, ভগবানের আইনগ্রন্থ বৈদিক শাস্ত্রে পাপ এবং পুণ্য আলোচিত হয়েছে; তাই বেদ বিহিত কর্ম থেকে কীভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে, তার স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইমাত্র যা বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হঠাৎই শ্রীউদ্ধব বুঝতে পেরেছেন, আর এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে ভগবানকে উৎসুক করার জন্য উদ্ধব খোলাখুলিভাবেই ভগবানকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শ্লোক ২

বর্ণাশ্রমবিকল্পং চ প্রতিলোমানুলোমজম্ ।
দ্রব্যদেশবয় কালান্ স্বর্গং নরকমেব চ ॥ ২ ॥

বর্ণ-আশ্রম—বর্ণাশ্রম ধর্মের; **বিকল্পম্**—পাপ-পুণ্য সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট পদ; **চ**—এবং; **প্রতিলোম**—মাতা অপেক্ষা পিতা নিকৃষ্ট বর্ণের, এইরূপ মিশ্র পরিবারে জন্মলাভ; **অনুলোমজম্**—মাতা অপেক্ষা পিতা উৎকৃষ্ট বর্ণের, এইরূপ মিশ্র পরিবারে জাত, **দ্রব্য**—জাগতিক বস্তু; **দেশ**—স্থান; **বয়ঃ**—বয়স; **কালান্**—কাল; **স্বর্গম্**—স্বর্গ; **নরকম্**—নরক; **এব**—বস্তুত, **চ**—এবং।

অনুবাদ

বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বর্ণাশ্রম নামক মনুষ্য সমাজে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপ বৈচিত্র্য পাপ এবং পুণ্যজনিত পরিবার পরিকল্পনা প্রসূত। জড় উপাদান, স্থান, বয়স, সময় ইত্যাদি সমন্বিত একটি পরিস্থিতির ব্যাপারে বৈদিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সর্বক্ষণের আলোচ্য বিষয়। বাস্তবে বেদই স্বর্গ এবং নরকের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন, যা হচ্ছে অবধারিতভাবে পাপ-পুণ্যভিত্তিক।

তাৎপর্য

প্রতিলোম বলতে বোঝায় উচ্চবর্ণের স্ত্রী এবং নিম্নবর্ণের পুরুষের মিলন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বৈদেহক সমাজের উৎপত্তি হয়েছে শূদ্র পিতা এবং ব্রাহ্মণ মাতার মিলনের ফলে, আবার সূত গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে ক্ষত্রিয় পিতা এবং ব্রাহ্মণ মাতা থেকে অথবা শূদ্র পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতা থেকে। *অনুলোম* বলতে বোঝায় যারা উচ্চবর্ণের পিতা এবং নিম্নবর্ণের মাতা থেকে জাত। মূর্ধাবসিক্ত গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে ব্রাহ্মণ পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতা থেকে। অম্বষ্ঠ হচ্ছে যারা ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্য মাতা থেকে উৎপন্ন, তারা প্রায়ই চিকিৎসক বৃত্তি অবলম্বন করেন। করণরা হচ্ছে বৈশ্য পিতা এবং শূদ্র মাতা থেকে অথবা ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্য মাতা থেকে সম্ভূত। এইরূপ বর্ণের মিশ্রণ বৈদিক সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রশংসিত নয়, তা *ভগবদ্গীতার* প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে। অর্জুন খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে এত ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হওয়ার ফলে উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের মিশ্রণ ঘটবে, সেই যুক্তির ভিত্তিতেই তিনি যুদ্ধ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করছিলেন। যাইহোক, সম্পূর্ণ বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ ভিত্তিক। তাই আমাদের পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার জন্য উদ্ধব তাঁকে উৎসাহিত করছেন।

শ্লোক ৩

গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব ।
নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

গুণ—পুণ্য; **দোষ**—পাপ; **ভিদা**—পার্থক্য; **দৃষ্টিম্**—দর্শন করা; **অন্তরেণ**—ব্যতিরেকে; **বচঃ**—বাক্য; **তব**—তোমার; **নিঃশ্রেয়সম্**—জীবনের সিদ্ধি, মুক্তি; **কথম্**—কিভাবে সম্ভব; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **নিষেধ**—নিষেধ; **বিধি**—বিধি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

বেদে পুণ্যকর্ম করার বিধান এবং পাপকর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। পুণ্য এবং পাপের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে, মানুষ কীভাবে তোমার নিজের বেদরূপী নির্দেশ বুঝতে পারবে, যা পাপকর্ম থেকে বিরত এবং পুণ্যকর্মে রত করবে? এছাড়াও, সর্বোপরি মুক্তিপ্রদ এইরূপ অনুমোদিত বৈদিক সাহিত্য ব্যতিরেকে কীভাবে মনুষ্য জীবন সার্থক হবে?

তাৎপর্য

মানুষ যদি পাপকর্ম বর্জন এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করে, তবে অনুমোদিত ধর্মীয় শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে; আর এইরূপ শাস্ত্র ব্যতিরেকে মানুষ কীভাবে মুক্তি লাভ করবে? এটিই হচ্ছে শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নের সারমর্ম।

শ্লোক ৪

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর ।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥ ৪ ॥

পিতৃ—পিতৃপুরুষদের; **দেব**—দেবতাদের; **মনুষ্যাণাম্**—মানুষদের; **বেদঃ**—বৈদিক জ্ঞান; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **তব**—আপনা হতে উৎসারিত; **ঈশ্বরঃ**—হে পরমেশ্বর; **শ্রেয়ঃ**—উৎকৃষ্ট; **তু**—বস্তুত; **অনুপলব্ধে**—যার প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব নয় তাতে; **অর্থে**—মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যে, যেমন-কাম, মোক্ষ এবং স্বর্গলাভ; **সাধ্য-সাধনয়োঃ**—অভিধেয় এবং প্রয়োজনের; **অপি**—বস্তুত।

অনুবাদ

হে প্রভু, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অতীত মুক্তি অথবা স্বর্গলাভ এবং জড় ভোগ, এ সমস্ত উপলব্ধি করা হচ্ছে, আমাদের বর্তমান ক্ষমতার বাইরে—আর সাধারণ ভাবেও সব কিছুর অভিধেয় এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং মনুষ্যগণকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে, কেননা সেগুলি আপনার নিজস্ব বিধান, আর তা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রমাণ এবং প্রকাশ সমন্বিত।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, মানুষ অজ্ঞতার শিকার হতেই পারে, কিন্তু উন্নত পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ জাগতিক বিষয়ে সর্বজ্ঞ হওয়ারই কথা। এইরূপ উন্নত জীবেরা যদি পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তা হলে বৈদিক জ্ঞানের পরোয়া না করেই মানুষ নিজের বাসনা চরিতার্থ করতে পারত। *বেদশ্চক্ষুঃ* শব্দটির দ্বারা এই ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এমনকি পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদেরও পরম মুক্তি সম্বন্ধে কিছু অনিশ্চিত ধারণা রয়েছে, আর জড় ব্যাপারেও তারা ব্যক্তিগতভাবে হতাশ হয়েই থাকেন। মানুষের মতো নিকৃষ্ট জীবদেরকে জড় আশীর্বাদ প্রদান করতে সর্বশক্তিমান হলেও, কখনও কখনও তাঁরা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যাপারে ব্যর্থ হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধনী ব্যবসায়ীর হয়তো তাঁর অসংখ্য কর্মচারীদের একজনকে নগণ্য বেতন দেওয়ার কোনও অসুবিধা না থাকতে পারে,

কিন্তু ঐ একই ধনী ব্যক্তি নিজের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ব্যবহারে হতাশ হতে পারেন বা আরও বিনিয়োগের মাধ্যমে তাঁর সৌভাগ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরাস্ত হতে পারেন। ধনী ব্যক্তি তাঁর ওপর নির্ভরশীল কর্মচারীদের নিকট সর্বশক্তিমান হতে পারেন, তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সংগ্রাম করতেই হয়। তেমনই, দেবতা এবং পিতৃপুরুষগণকে তাঁদের স্বর্গীয় জীবনধারার মান বজায় রাখতে এবং বর্ধিত করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই, তাঁদেরকে প্রতিনিয়ত উন্নততর বৈদিক জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়। এমনকি এই জগতের প্রশাসন কার্যের জন্য তাঁদের ভগবানের বিধান, বেদের তত্ত্বাবধান কঠোরভাবে পালন করতে হয়। দেবতাদের মতো উন্নত জীবেদের যদি বেদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, তবে মানুষের কথা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, কেননা সত্যিকথা বলতে তারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে হতাশ হয়। প্রতিটি মানুষের উচিত তাদের জড় এবং পারমার্থিক ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রমাণরূপে বেদের জ্ঞান গ্রহণ করা। ভগবানের নিকট উদ্ধব বলতে চাইছেন যে, বেদের কর্তৃত্বকে গ্রহণ করতে হলে, তাঁর পক্ষে মনে হয় জড় পাপ-পুণ্যের ধারণা প্রত্যাখ্যান করা প্রায় অসম্ভব। পূর্বের অধ্যায়ের শেষে ভগবান যে বিরোধাত্মক কথাটি বলেছেন, সে ব্যাপারে বিচারবিবেচনার জন্য উদ্ধব গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শ্লোক ৫

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাৎ তে ন হি স্বতঃ ।
নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ ॥ ৫ ॥

গুণ—পুণ্য; **দোষ**—পাপ; **ভিদা**—পার্থক্য; **দৃষ্টিঃ**—দর্শন করা; **নিগমাৎ**—বৈদিক জ্ঞান থেকে; **তে**—তোমার ; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **স্বতঃ**—আপনা থেকেই; **নিগমেন**—বেদের দ্বারা; **অপবাদঃ**—খণ্ডন করা; **চ**—এবং; **ভিদায়াঃ**—এইরূপ পার্থক্যের; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—স্পষ্টরূপে; **ভ্রমঃ**—বিভ্রান্তি।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনার প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়, সেগুলি আপনা থেকে আসেনি। একই বৈদিক শাস্ত্র যদি পাপ ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্যকে খণ্ডন করে, তা হলে অবশ্যই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* অর্থাৎ "আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।"

পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে বৈদিক জ্ঞান নির্গত হয়েছে; সুতরাং, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু বলেন, তা সবই বেদ, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। বৈদিক জ্ঞান হচ্ছে পাপ-পুণ্যের বর্ণনায় পূর্ণ, আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছেন যে, পাপ এবং পুণ্যকে অতিক্রম করে যেতে হবে,—সেটিকেও বেদের জ্ঞান বলেই বুঝতে হবে। শ্রীউদ্ধব এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছেন, তারপর তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই আপাত বিরোধ সম্বন্ধে আলোকপাত করতে অনুরোধ করছেন। প্রকৃতপক্ষে জড়জগৎ জীবকে তার বিকৃত বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে এবং একই সঙ্গে ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে সুযোগ প্রদান করে। এইভাবে পুণ্যকে অভিধেয় বলে বুঝতে হবে, সেটি কখনই অন্তিম লক্ষ্য নয়, কেননা জড় জগৎটিই ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত হওয়ার জন্য অশাশ্বত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং ধর্ম এবং সত্ত্বগুণের উৎস। যে সমস্ত ব্যক্তি এবং কার্যাবলী ভগবানকে প্রীত করে, তা হচ্ছে পুণ্য এবং যা কিছু ভগবানকে অসন্তুষ্ট করে, সেগুলিকে পাপাত্মক বলে বুঝতে হবে। এছাড়া এই শব্দগুলির আর কোনও স্থায়ী সংজ্ঞা হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে, কেউ যদি জড় আদর্শবাদী হতে চায়, তবে সে নিশ্চয় বিভ্রান্ত এবং তার দ্বারা পুণ্যকর্মের পরম প্রাপ্তি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে আদর্শবাদীদের মধ্যে একটি বিরাট ভয় আছে যে, পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য যদি কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে মানুষ ধর্মের নাম করে অনেক বর্বরোচিত আচরণ করতে থাকবে। আধুনিক জগতে পারমার্থিক কর্তৃত্বের কোনও স্পষ্ট ধারণা মানুষের নেই, আর আদর্শবাদীরা মনে করেন যে, আদর্শের ঊর্ধ্বে গিয়ে কোনও কিছু করা মানেই খেয়ালীপনা, অনাচার, হিংসা এবং ভ্রষ্টাচারকে আমন্ত্রণ জানানো। এইভাবে তাঁরা মনে করেন, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে প্রীত করার চেষ্টা করা অপেক্ষা জড় আদর্শবাদী নীতিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারটি যেহেতু বিতর্কিত তাই উদ্বিগ্নভাবে উদ্ধব ভগবানকে এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করতে অনুরোধ করছেন।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া ।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যোগাঃ**—পদ্ধতি; **ত্রয়ঃ**—তিন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত; **নৃণাম্**—মানুষের; **শ্রেয়ঃ**—সিদ্ধি;

বিধিৎসয়া—অর্পণ করতে ইচ্ছুক; **জ্ঞানম্**—দার্শনিক পদ্ধতি; **কর্ম**—কর্মের পদ্ধতি; **চ**—এবং; **ভক্তিঃ**—ভক্তিপথ; **চ**—এবং; **ন**—না; **উপায়ঃ**—উপায়; **অন্যঃ**—অন্য; **অস্তি**—আছে; **কুত্রচিৎ**—কোনও কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব; আমি মানুষের মঙ্গল লাভের সুবিধার্থে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ এই তিনটি পন্থা প্রদর্শন করেছি। এই তিনটি পন্থা ব্যতিরেকে অগ্রগতি লাভের আর অন্য কোনও উপায় নেই।

তাৎপর্য

দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা, পুণ্যকর্ম এবং ভগবদ্ভক্তি—এসবেরই লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান বলেছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেইভাবে পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।" যদিও মনুষ্যজীবনের সিদ্ধি লাভের সমস্ত অনুমোদিত পন্থাই সর্বোপরি কৃষ্ণভাবনামৃতে বা ভগবৎপ্রেমে পরিসমাপ্তি লাভ করে, বিভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা এবং যোগ্যতা থাকে, এবং সেই অনুসারে তারা আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তিনটি অনুমোদিত পদ্ধতি একত্রে বর্ণনা করছেন, যাতে এই তিনটিরই লক্ষ্য যে এক সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন। একই সঙ্গে দার্শনিক জ্ঞান চর্চা এবং বিধিবদ্ধ পুণ্যকর্মকে কখনই ভগবৎ প্রেমের সমতুল্য বলে মনে করা যাবে না, পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *ত্রয়ঃ* "তিন" শব্দটি সূচিত করে যে, এই তিনটি পদ্ধতির অন্তিম লক্ষ্য এক হলেও, লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে এই তিনটির অগ্রগতি এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সরাসরি শরণাগত হয়ে, তাঁর কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে যে ফল লাভ করা যায়, শুধুমাত্র জল্পনা-কল্পনা করে বা পুণ্যকর্মের দ্বারা কখনই তা লাভ করা যায় না। এখানে কর্ম শব্দটি ভগবানের প্রতি উৎসর্গীকৃত কর্মকে বোঝায়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

"বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্মই এই জড়জগতে বন্ধনের কারণ। তাই হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম কর এবং এইভাবে তুমি সর্বদাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।" জ্ঞানমার্গে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য জ্যোতিতে বিলীন হয়ে নির্বিশেষ মুক্তির অন্বেষণ করে। এইরূপ মুক্তিকে ভক্তরা নারকীয় বলে মনে করেন, কেননা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়ার মাধ্যমে সে পরম পুরুষ ভগবানের পরম আনন্দময় রূপ সম্বন্ধীয় সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেলে। যারা শাস্ত্রবিধান অনুসারে কর্ম করে, তারা মনুষ্য জীবনের অগ্রগতির মুক্তি ছাড়া আর তিনটি অঙ্গ যেমন-ধর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করে। সকাম কর্মীরা মনে করে যে, তাদের অসংখ্য জড় বাসনার প্রতিটিকে শেষ করে ফেলার মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে জড় বদ্ধ জীবনের অন্ধকার থেকে পারমার্থিক মুক্তির উজ্জ্বল আলোকে উপনীত হবে। এই পদ্ধতি হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অনিশ্চিত, কেননা জড় বাসনার কোন সীমা নেই, আর নিয়মিত কর্মের পথে সামান্য ত্রুটিও পাপাত্মক, তাতে সেই সাধককে জীবনের অগ্রগতির পথ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভক্তরা সরাসরিভাবে ভগবৎ-প্রেম লাভের লক্ষ্যে এগিয়ে যান, তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। সে যাই হোক, বৈদিক অগ্রগতির তিনটি বিভাগই সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর নির্ভরশীল। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত এই সমস্ত পদ্ধতির কোনটিতেই উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এখানে বর্ণিত তিনটি প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে তপস্যা এবং দানাদি অন্যান্য বৈদিক পদ্ধতিও বর্তমান।

শ্লোক ৭

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু ।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ ৭ ॥

নির্বিণ্ণানাম্—বিরক্ত ব্যক্তিদের জন্য; **জ্ঞানযোগঃ**—দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার পথ; **ন্যাসিনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ইহ**—এই তিনটি মার্গের মধ্যে; **কর্মসু**—সাধারণ জড় কার্যে; **তেষু**—সেই সমস্ত কার্যে; **অনির্বিণ্ণ**—বিরক্ত নন; **চিত্তানাম্**—সচেতন ব্যক্তিদের জন্য; **কর্মযোগঃ**—কর্মযোগের পদ্ধতি; **তু**—বস্তুত; **কামিনাম্**—ভক্তিকামীদের জন্য।

অনুবাদ

এই তিনটি মার্গের মধ্যে যারা জড়জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সাধারণ সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্ত, তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ অনুমোদিত হয়েছে। যাঁরা জড় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হননি, এখনও বহু বাসনা অপূর্ণ রয়েছে, তাঁদের উচিত কর্মযোগের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের অন্বেষণ করা।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন যে, মানুষের বিভিন্ন প্রকার প্রবণতার ফলে তাঁরা বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধিলাভের পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। যাঁরা সাধারণ জড় জীবনের সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেমে বীতশ্রদ্ধ এবং উপলব্ধি করেছেন যে, স্বর্গে উপনীত হলেও সেখানে সাধারণ ঘরোয়া সমস্যা থাকবে, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করেন। অনুমোদিত দার্শনিক বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে তাঁরা জড় জীবনের বদ্ধ দশা থেকে উত্তীর্ণ হন। যাঁরা এখনও জড় সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা উপভোগ করতে বাসনা করেন, এবং আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে স্বর্গে গমন করার সম্ভাবনার প্রতি গভীরভাবে উৎসুক, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে গভীর দার্শনিক অগ্রগতির পন্থা গ্রহণ করতে পারেন না, কেননা তাতে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয়। এইরূপ ব্যক্তিদের পরিবার জীবনেই থেকে তাঁদের কর্মের ফল পরমেশ্বরে অর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তাঁরা ধীরে ধীরে জড় জীবন থেকে অনাসক্ত হয়ে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৮

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৮ ॥

যদৃচ্ছয়া—কোন না কোনভাবে সৌভাগ্যের ফলে; **মৎ-কথা-আদৌ**—বর্ণনা, সঙ্গীত, দর্শন, নাট্যানুষ্ঠান, ইত্যাদির দ্বারা ভগবৎ গুণ মহিমা কীর্তনে; **জাত**—জাগ্রত; **শ্রদ্ধঃ**—শ্রদ্ধা; **তু**—বস্তুত; **যঃ**—যিনি; **পুমান্**—ব্যক্তি; **ন**—না; **নির্বিণ্ণঃ**—বিরক্ত; **ন**—না; **অতি-সক্তঃ**—অত্যন্ত আসক্ত; **ভক্তি-যোগঃ**—প্রেমভক্তির মার্গ; **অস্য**—তার; **সিদ্ধি-দঃ**—সিদ্ধি প্রদান করবে।

অনুবাদ

কোন না কোন সৌভাগ্যের ফলে কেউ যদি আমার গুণ-মহিমা শ্রবণ কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে জড় জীবনের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ বা অনাসক্ত হয়, তাদের উচিত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা।

তাৎপর্য

কোন না কোন ভাবে কেউ যদি শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করেন, এবং তাঁদের নিকট থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য বাণী শ্রবণ করেন, তা হলে তাঁদের ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ হয়। পূর্বশ্লোকে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে যে, যাঁরা জড় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাঁরা নির্বিশেষবাদী দার্শনিক জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার

অস্তিত্ব বিলোপ করতে গভীরভাবে সচেষ্ট হন। যাঁরা এখনও জড় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি আসক্ত, তাঁরা তাঁদের কর্মের ফল ভগবানকে অর্পণ করে নিজেদেরকে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে, প্রথম শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্তিযোগী কিন্তু জড় জীবনের প্রতি আসক্ত বা বীতশ্রদ্ধ কোনটিই নন। তিনি সাধারণ জড় জীবনে আর থাকতে চান না, কেননা তা থেকে প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। তা সত্ত্বেও, ভক্তিযোগ সম্পাদনকারী ব্যক্তি-সত্ত্বার অস্তিত্ব সার্থক করার আশা ত্যাগ করেন না। ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে ব্যক্তি জড় আসক্তি এবং জড় আসক্তির জন্য নির্বিশেষবাদী প্রতিক্রিয়া উভয়ই এড়িয়ে চলেন, এবং কোন না কোন ভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের বাণী শ্রবণ করেন, তিনিই নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার উপযুক্ত পাত্র।

শ্লোক ৯

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৯ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **কুর্বীত**—সম্পাদন করা উচিত; **ন নির্বিদ্যেত**—তৃপ্ত নন; **যাবতা**—যতক্ষণ; **মৎ-কথা**—আমার সম্বন্ধে আলোচনা; **শ্রবণাদৌ**—শ্রবণ কীর্তনাদির ব্যাপারে; **বা**—অথবা; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ন**—না; **জায়তে**—জাগ্রত হয়।

অনুবাদ

যতক্ষণ না কেউ সকাম কর্ম থেকে বিরত হয়ে আমার কথা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবার রুচি অর্জন করতে পারছে, ততক্ষণই তাকে বৈদিক নিয়মানুসারে বিধি-বিধান পালন করতে হবে।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রভাবে যতক্ষণ না কেউ ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে পূর্ণমাত্রায় ভগবৎ-সেবায় রত হচ্ছেন, তাঁর পক্ষে সাধারণ বেদের বিধান এবং কৃত্যগুলির প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। ভগবান নিজেই বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে ।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥

"শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলিকে আমার বিধান বলে বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি তা লঙ্ঘন করে, তাকে আমার ইচ্ছা লঙ্ঘনকারী ... আমার বিদ্বেষী বলেই জানবে। এই

সমস্ত মানুষ নিজেদেরকে আমার ভক্ত হিসাবে দাবি করলেও, তারা বাস্তবে বৈষ্ণব নয়।" ভগবান এখানে বলছেন যে, কেউ যদি শ্রবণ কীর্তনের পদ্ধতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন না করেন, তাঁকে অবশ্যই বৈদিক বিধানগুলি পালন করে চলতে হবে। বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে ভগবানের উন্নত ভক্তকে চেনা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/২/৭) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদ অহৈতুকম্ ॥

কেউ যদি যথার্থই উন্নত ভক্তিযোগে রত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি কৃষ্ণভাবনার যথার্থ জ্ঞান লাভ করে অভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রতি বৈরাগ্য অর্জন করেন। এই পর্যায়ে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে হয় বৈদিক শাস্ত্রের বিধানগুলি মেনে চলতে হবে, নয়তো ভগবৎ বিদ্বেষী হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেছেন, তিনি ভগবদ্ভক্তির কোনরূপ কার্যেই ইতস্তত করেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৫/৪১) বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন
কিঙ্করো নায়ম্ ঋণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো
মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করে মুক্তি প্রদাতা মুকুন্দের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এবং তা ঐকান্তিকভাবে পালন করেছেন, তাঁর দেবতা, ঋষি, সাধারণ জীব, পরিবারের সদস্যগণ, মনুষ্য সমাজ বা পিতৃপুরুষদের প্রতি আর কোন রূপ কর্তব্য বা দায়িত্ব থাকে না।"

এই ক্ষেত্রে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যখন কোনও ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি 'ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব এবং ঋণ দূরীভূত করেন,' এই প্রতিশ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইভাবে ভক্ত, 'ভগবান তাঁকে রক্ষা করবেন,' এই প্রতিশ্রুতির ধ্যান করে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হন। অবশ্য যারা জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্ত, তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে ভয় পায়, এবং ভগবানের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রকাশ করে।

শ্লোক ১০

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব ।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

স্ব-ধর্ম—নিজের অনুমোদিত কর্মে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **যজন্**—উপাসনা করে; **যজ্ঞৈঃ**—অনুমোদিত যজ্ঞের দ্বারা; **অনাশীঃকামঃ**—কর্মফলের আশা না করে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **ন**—করে না; **যাতি**—যায়; **স্বর্গ**—স্বর্গে; **নরকৌ**—অথবা নরকে; **যদি**—যদি; **অন্যৎ**—তার স্বধর্ম ছাড়া অন্য কিছু; **ন**—করে না; **সমাচরেৎ**—সম্পাদন করা।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে উপাসনা করছেন কিন্তু এইরূপ পূজার কোনও ফল আশা করেন না, তিনি স্বর্গে গমন করবেন না; তদ্রূপ, নিষিদ্ধ কর্ম না করার ফলে তিনি নরকেও যাবেন না।

তাৎপর্য

কর্মযোগের পূর্ণতা এখানে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর ধর্মকর্মের জন্য কোন পুরস্কার আশা করেন না, তিনি স্বর্গীয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য স্বর্গলোকে গমন করে সময়ের অপচয় করেন না। তদ্রূপ, যিনি তাঁর ধর্মকর্মের প্রতি অবহেলা করেন না, এবং নিষিদ্ধ কর্মও সম্পাদন করেন না, তাঁকে নরকে গমন করে শাস্তি পাওয়ার জন্য পরোয়া করতে হয় না। এইভাবে জড় পুরস্কার এবং শাস্তি এড়িয়ে, নিষ্কাম ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উপনীত হতে পারেন।

শ্লোক ১১

অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ১১ ॥

অস্মিন্—এর মধ্যে; **লোকে**—জগৎ; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **স্ব-ধর্ম**—স্বধর্মে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অনঘঃ**—নিষ্পাপ; **শুচিঃ**—জড় কলুষ মুক্ত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বিশুদ্ধম্**—দিব্য; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **মৎ**—আমার প্রতি; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **বা**—বা; **যদৃচ্ছয়া**—ভাগ্য অনুসারে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে নিষ্পাপ এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত, সে এই জন্মেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে অথবা সৌভাগ্যবলে আমার প্রতি ভক্তিযোগ লাভ করে।

তাৎপর্য

অস্মিন্ লোকে শব্দের অর্থ এই জীবনেই। আমাদের বর্তমান শরীরের মৃত্যুর পূর্বেই আমরা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারি, অথবা সৌভাগ্যবলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারি। *যদৃচ্ছয়া* শব্দটি বোঝায় কেউ যদি কোনওভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারেন, এবং তাঁর নিকট থেকে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা মুক্তি লাভ করি, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে আমরা ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারি, যার মধ্যে মুক্তি আপনা থেকেই সম্বলিত রয়েছে। এই পদ্ধতি দুটির মধ্যে উভয়ই সকাম কর্মীদের থেকে অনেক উচ্চস্তরের, কেননা সকাম কর্মীরা যে ফল ভোগ করে থাকে তা পশুরাও কমবেশি ভোগ করে। কারও ভক্তি যদি সকাম কর্মের প্রবণতা অথবা মনগড়া চিন্তা মিশ্রিত হয় তবে তিনি ভগবৎ-প্রেমের একটি নিরপেক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন. পক্ষান্তরে যারা কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি আগ্রহী তাঁরা ভগবৎ-প্রেমের উচ্চস্তরের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য রসের সম্পর্কে উপনীত হন।

শ্লোক ১২

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা ।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্ ॥ ১২ ॥

স্বর্গিণঃ—স্বর্গবাসীগণ; **অপি**—যদিও; **এতম্**—এই; **ইচ্ছন্তি**—বাসনা করে; **লোকম্**—ভূলোক; **নিরয়িণঃ**—নগর বাসীগণ; **তথা**—সেইভাবে; **সাধকম্**—যিনি লাভ করতে যাচ্ছেন; **জ্ঞান-ভক্তিভ্যাম্**—দিব্যজ্ঞান এবং ভগবৎ প্রেমের; **উভয়ম্**—উভয় (স্বর্গ এবং নরক); **তৎ**—সেই সিদ্ধির জন্য; **অসাধকম্**—নিরর্থক।

অনুবাদ

স্বর্গবাসীগণ এবং নরকবাসীগণ উভয়েই ভূলোকে মনুষ্য জন্ম কামনা করে। কেননা মনুষ্য জীবন দিব্যজ্ঞান এবং ভগবৎ প্রেম লাভে সহায়তা করে, পক্ষান্তরে স্বর্গীয় অথবা নারকীয় কোন দেহই কার্যকরীভাবে এরূপ সুযোগ প্রদান করে না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, স্বর্গে জীব এক অসাধারণ ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন হয় এবং নরকে সে যন্ত্রণা ভোগ করে। উভয় ক্ষেত্রেই দিব্য জ্ঞান অথবা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভের কদাচিৎ কোন সম্ভাবনা থাকে। অতিরিক্ত ক্লেশ অথবা অতিরিক্ত উপভোগ উভয়ই এইভাবে পারমার্থিক অগ্রগতির পথে বিঘ্ন স্বরূপ।

শ্লোক ১৩

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিচক্ষণঃ ।
নেমং লোকং চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি ॥ ১৩ ॥

ন—কখনও না; **নরঃ**—মানুষ; **স্বঃ-গতিম্**—স্বর্গে উন্নীত হওয়া; **কাঙ্ক্ষেৎ**—আকাঙ্ক্ষা করা উচিত; **নারকীম্**—নরকে; **বা**—বা; **বিচক্ষণঃ**—বিচক্ষণ ব্যক্তি; **ন**—অথবা নয়; **ইমম্**—এই; **লোকম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **কাঙ্ক্ষেত**—আকাঙ্ক্ষা করা উচিত; **দেহ**—জড়দেহে; **আবেশাৎ**—আবিষ্ট হওয়া থেকে; **প্রমাদ্যতি**—বিভ্রান্ত হয়।

অনুবাদ

কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির স্বর্গ অথবা নরকবাসের বাসনা করা উচিত নয়। এই পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা হতেও কারও বাসনা করা উচিত নয়, কেননা এইভাবে জড়দেহে মগ্ন হওয়ার ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বার্থের প্রতি মূর্খের মতো অবহেলা পরায়ণ হন।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন তাঁর কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগের মাধ্যমে পারমার্থিক মুক্তি লাভ করার এক অপূর্ব সুযোগ থাকে। এই ভাবে তাঁর জন্য স্বর্গে উপনীত হওয়ার বাসনা অথবা নরকবাসের ঝুঁকি কোনটিই কাম্য নয়। কেননা অতিরিক্ত ভোগ অথবা শাস্তি তাঁর মনকে আত্ম উপলব্ধির পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। পক্ষান্তরে তাঁর ভাবা উচিত নয়, "পৃথিবী কত সুন্দর, আমি চিরকাল এখানে থাকতে পারি।" সমস্ত প্রকার জড় অবস্থা এবং ব্যাপারগুলির প্রতি অনাসক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁর সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেখানে তিনি বলছেন মনুষ্য জীবনের যথার্থ অগ্রগতি হচ্ছে জড় জাগতিক পাপ এবং পুণ্যের উর্ধ্বে। ভগবান প্রথমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উন্নয়নের তিনটি মুখ্য পদ্ধতি রয়েছে। যেমন—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, এবং দিব্য জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোপরি ভগবৎ প্রেম লাভ করা। এখন ভগবান ব্যাখ্যা করছেন যে (পুণ্যের অন্তিম লক্ষ্য) স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া অথবা (পাপ কর্মের ফলস্বরূপ) নরকবাস উভয়ই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনে নিরর্থক। জড়জাগতিক পুণ্য অথবা পাপ কোনটিই জীবকে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত করে না; সুতরাং জীবনের প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করার জন্য আরও বেশি কিছু প্রয়োজন।

শ্লোক ১৪

এতদ্ বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্ ॥ ১৪ ॥

এতৎ—এই; **বিদ্বান্**—জেনে; **পুরা**—পূর্বে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **অভবায়**—জড় জীবন থেকে উত্তীর্ণ হতে; **ঘটেত**—আচরণ করা উচিত; **সঃ**—সে; **অপ্রমত্তঃ**—অলসতা বা মূর্খতা বিহীন; **ইদম্**—এই; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **মর্ত্যম্**—বিনাশশীল; **অপি**—যদিও; **অর্থ**—জীবনের লক্ষ্যের; **সিদ্ধি-দম্**—সিদ্ধিপ্রদ।

অনুবাদ

জড় দেহ বিনাশশীল হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের জীবনের সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে, মূর্খের মতো অবহেলা করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্ ।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ ॥ ১৫ ॥

ছিদ্যমানম্—ছিন্ন হয়ে; **যমৈঃ**—যমতুল্য নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের দ্বারা; **এতৈঃ**—এই সকলের দ্বারা; **কৃতনীড়ম্**—যার মধ্যে সে বাসা বেঁধেছে; **বনস্পতিম্**—বৃক্ষ; **খগঃ**—পক্ষী; **স্ব-কেতম্**—তার গৃহ; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **ক্ষেমম্**—সুখ; **যাতি**—লাভ করে; **হি**—বস্তুত; **অলম্পটঃ**—আসক্তি রহিত।

অনুবাদ

যমতুল্য নিষ্ঠুর মনুষ্য কোনও বৃক্ষকে ছেদন করলে, যে সমস্ত পক্ষী তাতে বাসা বেঁধেছিল তারা অনাসক্তভাবে তা ত্যাগ করে অন্যত্র সুখ লাভ করে।

তাৎপর্য

এখানে দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি অনাসক্তির দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে। একটি পাখি যেমন একটি বৃক্ষে বাস করে, তদ্রূপ দেহে জীব বাস করে। চিন্তাভাবনাশূন্য মানুষ যখন সেই বৃক্ষটিকে ছেদন করে, তখন পাখিটি তার দ্বারা নির্মিত সেই বাসাটির জন্য অনুশোচনা না করে অন্যত্র বাসা বাঁধতে দ্বিধা করে না।

শ্লোক ১৬

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধ্বায়ুর্ভয়বেপথুঃ ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশাম্যতি ॥ ১৬ ॥

অহঃ—দিন; **রাত্রেঃ**—রাত্রি; **ছিদ্যমানম্**—ছেদন রত; **বুদ্ধ্বা**—জেনে; **আয়ুঃ**—জীবনের আয়ু; **ভয়**—ভয়ে; **বেপথুঃ**—কম্পমান; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—আসক্তিরহিত; **পরম্**—পরমেশ্বর, **বুদ্ধ্বা**—উপলব্ধি করে; **নিরীহ**—জড় বাসনারহিত; **উপশাম্যতি**—যথার্থ শান্তি লাভ করে।

অনুবাদ

একইভাবে দিন এবং রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের আয়ুষ্কালও ক্ষয় হচ্ছে. এই ব্যাপার অবগত হয়ে আমাদের ভীত-কম্পিত হওয়া উচিত। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি এবং বাসনা ত্যাগ করে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান ভক্ত জানেন যে, দিন এবং রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুষ্কাল শেষ হচ্ছে; তাই তিনি জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি নিরর্থক আসক্তি বর্জন করেন। তার পরিবর্তে তিনি জীবনের নিত্য কল্যাণ লাভের জন্য সচেষ্ট হন। অনাসক্ত পাখি যেমন তৎক্ষণাৎ সেই বাসাটি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ ভক্ত জানেন যে জড় জগতের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থানের সুযোগ কোথাও নেই। তার পরিবর্তে তিনি তাঁর কর্মশক্তিকে ভগবদ্ধামে নিত্য নিবাস লাভের জন্য উৎসর্গ করেন। জড়া প্রকৃতির গুণগুলি অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যভাব প্রাপ্ত হয়ে ভক্ত চরমে পরম শান্তি লাভ করেন।

শ্লোক ১৭

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ১৭ ॥

নৃ—মনুষ্য; **দেহম্**—দেহ; **আদ্যম্**—সমস্ত সুফলের উৎস; **সুলভম্**—সহজলভ্য; **সুদুর্লভম্**—অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যা লাভ করা সম্ভব নয়; **প্লবম্**—নৌকা; **সু-কল্পম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত; **গুরু**—গুরুদেব; **কর্ণ-ধারম্**—কর্ণধার রূপে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনুকূলেন**—অনুকূল; **নভস্বতা**—বায়ু; **ঈরিতম্**—তাড়িত হয়ে; **পুমান্**—মানুষ; **ভব**—জড় জগতের; **অব্ধিম্**—সমুদ্র; **ন**—করে না; **তরেৎ**—উত্তীর্ণ হওয়া; **সঃ**—সে; **আত্ম-হা**—আত্মঘাতী।

অনুবাদ

জীবনের সর্ব কল্যাণপ্রদ অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য দেহ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আপনা থেকেই লাভ হয়ে থাকে। এই মনুষ্যদেহকে অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে নির্মিত একখানি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে শ্রীগুরুদেব রয়েছেন কাণ্ডারীরূপে এবং পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশাবলীরূপ বায়ু তাকে চলতে সহায়তা করছে, এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার মনুষ্য জীবনকে ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হতে উপযোগ না করে, তাকে অবশ্যই আত্মঘাতী বলে মনে করতে হবে।

তাৎপর্য

বহু বহু মনুষ্যেতর জীবন অতিক্রম করে মনুষ্য দেহ লাভ হয়, এবং সেটি এমন ভাবে নির্মিত যে, তা জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রদান করতে সক্ষম। মানুষের উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, এবং যথার্থ গুরুদেব হচ্ছেন এরূপ সেবার জন্য উপযুক্ত উপদেষ্টা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাকে দেহরূপী নৌকার নিত্য ভগবদ্ধামে নির্বিঘ্নে উপনীত হওয়ার জন্য সহায়ক বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে, বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নির্দেশ প্রদান করে, যথার্থ গুরুদেবের মাধ্যমে উৎসাহিত করে, এবং সতর্কবাণী প্রদান করার মাধ্যমে তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবানের এইরূপ করুণাময় নির্দেশনার মাধ্যমে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত খুব সত্বর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু যে ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে, ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই মনুষ্যদেহ একটি উপযুক্ত নৌকা, সে মনে করবে গুরুরূপী কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই, এবং সে ভগবৎ করুণারূপী অনুকূল বায়ুরও কোন গুরুত্ব দেবে না। তার পক্ষে মনুষ্য জীবনের পরমগতি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। নিজের যথার্থ কল্যাণের বিরুদ্ধাচারণ করে, সে ক্রমে ক্রমে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৮

যদারম্ভেষু নির্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ ॥ ১৮ ॥

যদা—যখন; **আরম্ভেষু**—জড় প্রচেষ্টায়; **নির্বিণ্ণঃ**—হতাশ; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত; **সংযত**—সংযত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **অভ্যাসেন**—অভ্যাসের দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **যোগী**—যোগী; **ধারয়েৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **অচলম্**—স্থির; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

জাগতিক সুখের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে, পরমার্থবাদী সম্পূর্ণরূপে সংযতেন্দ্রিয় এবং অনাসক্ত হয়। পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে তার মনকে দিব্য স্তর থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য নিবিষ্ট করা উচিত।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনিবার্য ফল হচ্ছে হতাশা এবং যন্ত্রণা, যা হৃদয়কে দগ্ধ করে। ধীরে ধীরে তিনি জড় জাগতিক জীবনের প্রতি হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন; তারপর ভগবান অথবা তাঁর ভক্তদের সদ্-উপদেশ লাভ করে, তিনি তাঁর জড় হতাশাকে পারমার্থিক সাফল্যে রূপান্তরিত করেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের যথার্থ বন্ধু, এবং এই সরল উপলব্ধি আমাদের ভগবৎ সান্নিধ্যে চিন্ময় সুখপ্রদ নবজীবনে উপনীত করতে পারে।

শ্লোক ১৯

ধার্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্ ।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ধার্যমাণম্—দিব্যস্তরে নিবিষ্ট হয়ে; **মনঃ**—মন; **যর্হি**—যখন; **ভ্রাম্যৎ**—বিভ্রান্ত; **আশু**—হঠাৎ; **অনবস্থিতম্**—দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত নয়; **অতন্দ্রিতঃ**—যত্ন সহকারে; **অনুরোধেন**—বিধিবিধান অনুসারে; **মার্গেণ**—পদ্ধতির দ্বারা; **আত্ম**—আত্মার; **বশম্**—বশে; **নয়েৎ**—আনা উচিত।

অনুবাদ

মনকে পারমার্থিক স্তরে নিবিষ্ট করার সময়, যখনই তা অকস্মাৎ দিব্যস্তর থেকে বিপথগামী হয়, তখন বিধি-বিধান অনুসারে যত্ন সহকারে তাকে বশে আনা উচিত।

তাৎপর্য

মনকে গভীরভাবে কৃষ্ণভাবনায় নিবিষ্ট করা সত্ত্বেও, তা এত চঞ্চল যে, অকস্মাৎ চিন্ময় পদ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। তখন সেই মনকে যত্ন সহকারে নিজের বশে আনা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেউ যদি অতিরিক্ত তপস্বী অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়, তবে সে তার মনকে সংযত করতে পারে না। কখনও কখনও জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সীমিত সন্তুষ্টি অনুমোদন করার মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদিও কোন ভক্ত আহারের ব্যাপারে অত্যন্ত সংযত, তবুও তাঁর মন যাতে বিব্রত না হয় তার জন্য তিনি মাঝে মাঝে পরিমাণ মতো শ্রীবিগ্রহগণকে নিবেদিত উপাদেয় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন।

তেমনই ভক্তরা মাঝে মাঝে অন্য ভক্তদের সঙ্গে রসিকতা করে, সাঁতার কেটে অথবা এইরূপ কোনও ভাবে আমোদিত হতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্য অধিক মাত্রায় সম্পাদিত হলে তা পারমার্থিক জীবনের অধোগতি ঘটাতে পারে। মন যখন অবৈধ যৌনসঙ্গ অথবা মাদক দ্রব্য গ্রহণরূপ পাপাত্মক তৃপ্তির বাসনা করে, তখন তাঁকে কেবলমাত্র মনের মূর্খতা সহ্য করে, গভীর প্রচেষ্টা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে। তখন অজ্ঞানতার তরঙ্গ খুব সত্বর প্রশমিত হয়ে, অগ্রগতির পথ সুপ্রশস্ত হবে।

শ্লোক ২০

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সত্ত্বাসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ ॥ ২০ ॥

মনঃ—মনের; **গতিম্**—লক্ষ্য; **ন**—না; **বিসৃজেৎ**—লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া উচিত; **জিত-প্রাণঃ**—যিনি শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করেছেন; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের; **সম্পন্নয়া**—সমৃদ্ধিশালী; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **মনঃ**—মন; **আত্ম-বশম্**—নিজের নিয়ন্ত্রণে; **নয়েৎ**—আনয়ন করা উচিত।

অনুবাদ

মনের কার্যকলাপের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে কখনই ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে, সত্ত্বগুণ দ্বারা শোধিত বুদ্ধিমত্তার উপযোগ করে, মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত।

তাৎপর্য

মন কখনও অকস্মাৎ আত্ম উপলব্ধির সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে, তা সত্ত্বেও সত্ত্বগুণ সমন্বিত স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে হবে। শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে মনকে সর্বদা কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত রাখা, যাতে সেই মন যৌন আকর্ষণাদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ভয়ঙ্কর পথে ভ্রমণ না করে। জড় মন প্রতি মুহূর্তে জড় বস্তু গ্রহণ করতে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী। সুতরাং, মনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পারমার্থিক অগ্রগতির পথে অবিচলিত থাকার কোনই সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ২১

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ ॥ ২১ ॥

এষঃ—এই; **বৈ**—বস্তুত; **পরমঃ**—পরম; **যোগঃ**—যোগ পদ্ধতি; **মনসঃ**—মনের; **সংগ্রহঃ**—সংযম; **স্মৃতঃ**—বলা হয়; **হৃদয়-জ্ঞত্বম্**—ঘনিষ্ঠভাবে জানার লক্ষণ; **অন্বিচ্ছন্**—যত্ন সহকারে লক্ষ্য করা; **দম্যস্য**—দমনীয়; **ইব**—মতো; **অর্বতঃ**—ঘোড়ার; **মুহুঃ**—সর্বদা।

অনুবাদ

দক্ষ অশ্বারোহী দুর্দান্ত অশ্বকে বশে আনতে কিছুক্ষণের জন্য অশ্বটিকে তার যেমন ইচ্ছা চলতে দেয়, আর তারপর লাগাম টেনে ধীরে ধীরে তাকে অভীষ্ট পথে আনে। তদ্রূপ, শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি তাকেই বলে যার দ্বারা যোগী তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি এবং বাসনা যত্নসহকারে লক্ষ্য করে ক্রমে তাকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

দক্ষ অশ্বারোহী যেমন অশিক্ষিত অশ্বের প্রবণতাগুলি ঘনিষ্টভাবে জানেন এবং ধীরে ধীরে তাকে বশে আনেন, তেমনই দক্ষ যোগী তাঁর মনের জড় প্রবণতাগুলি প্রকাশ করতে অনুমোদন করেন, এবং তারপর উন্নততর বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অশ্বারোহীর মতোই, কখনও কখনও সরাসরি লাগাম টেনে ধরে, আবার কখনও কখনও অশ্বকে ইচ্ছা মতো দৌড়াতে অনুমোদন করে, সুদক্ষ পরমার্থবাদী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আবার কিছু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সরবরাহও করেন, যাতে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত থাকে। আরোহী কখনই তার প্রকৃত লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল বিস্মৃত হয় না, আর ক্রমে অশ্বটিকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসে। তেমনই দক্ষ সাধক কখনও কখনও ইন্দ্রিয়গুলিকে ইচ্ছামতো আচরণ করতে অনুমোদন করলেও আত্মোপলব্ধির লক্ষ্য বিস্মৃত হন না বা ইন্দ্রিয়গুলিকে পাপকর্মে রত হতেও অনুমোদন করেন না। ঠিক যেমন অশ্বের বল্গা অতিরিক্ত আকর্ষণ করলে অশ্বটি তার আরোহীর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে, তেমনই অতিরিক্ত তপস্যা অথবা নিষেধাজ্ঞার ফলে ভীষণভাবে মানসিক বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। আত্মোপলব্ধির পন্থা নির্ভর করে স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার উপর, আর এইরূপ দক্ষতা লাভের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করা। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

কেউ হয়তো মহাপণ্ডিত অথবা পরমার্থবিদ্ না হতেও পারেন, কিন্তু তিনি যদি ব্যক্তিগত হিংসা অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা না করে, আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের

প্রেমময়ী সেবায় রত হন, তবে ভগবান তাঁর হৃদয়ে মনঃসংযম করার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রকাশ করেন। দক্ষতার সঙ্গে মনোবাসনার তরঙ্গে আরোহণ করে, কৃষ্ণভক্ত তাঁর লক্ষ্য থেকে পতিত হন না এবং অবশেষে নিজালয় ভগবদ্ধামে আরোহণ করেন।

শ্লোক ২২

সাংখ্যেন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥ ২২ ॥

সাংখ্যেন—বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন দ্বারা; **সর্ব**—সকলের; **ভাবানাম্**—জড় উপাদান (মহাজাগতিক, জাগতিক এবং পারমাণবিক); **প্রতিলোম**—অনগ্রসর কার্যের দ্বারা; **অনুলোমতঃ**—প্রগতিপ্রদ কার্যের দ্বারা; **ভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ৌ**—লয়; **অনুধ্যায়েৎ**—প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা উচিত; **মনঃ**—মন; **যাবৎ**—যতক্ষণ না; **প্রসীদতি**—চিন্ময় স্তরে সন্তুষ্ট।

অনুবাদ

যতক্ষণ না মন পারমার্থিক বিষয়ে নিশ্চলতা লাভ করছে, ততক্ষণই মহাজাগতিক, জাগতিক অথবা পারমাণবিক, সমস্ত জড় বস্তুর ক্ষণস্থায়ী স্বভাব বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সাধারণ প্রগতিশীল কার্যের মাধ্যমে সৃষ্টির পদ্ধতি এবং পশ্চাৎগামী কার্যের দ্বারা প্রলয়ের পদ্ধতি প্রতিনিয়ত অনুধাবন করা উচিত।

তাৎপর্য

কথায় বলে, যার উত্থান আছে তার পতনও আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (২/২৭) বলেছেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

"যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় তোমার শোক করা উচিত নয়।" *মনো যাবৎ প্রসীদতিঃ* যতক্ষণ না আমাদের চেতনা দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তস্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণই জড়া প্রকৃতির গভীর বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের মাধ্যমে মায়ার আক্রমণ থেকে প্রতিনিয়ত সুরক্ষিত থাকতে হবে। জড় মন হয়তো যৌনসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে; তখন অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা আমাদের নিজের দেহের এবং যে দেহটি কৃত্রিমভাবে আমাদের জড় কামের

উপকরণ হয়েছে তার ক্ষণস্থায়ীতা সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত। শ্রীব্রহ্মার চমৎকার মহাজাগতিক শরীর থেকে শুরু করে নগণ্যতম জীবাণুর শরীর পর্যন্ত, সমস্ত জড় শরীরেই আমরা এই গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলেছেন, যিনি কৃষ্ণভাবনায় উন্নত তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত দিব্য প্রেমে প্রতিনিয়ত আকর্ষিত হন। যিনি এখনও স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভাবনার স্তরে উপনীত হতে পারেননি, তিনি যাতে ভগবানের জড়া শক্তির দ্বারা অযথা প্রতারিত না হন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকতে হবে। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায়, সে তার পারমার্থিক জীবন বিধ্বস্ত করে এবং বিবিধ প্রকার ক্লেশ ভোগ করে।

শ্লোক ২৩

নির্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া ॥ ২৩ ॥

নির্বিণ্ণস্য—জড় জগতের মায়াময় স্বভাবের প্রতি যিনি বীতশ্রদ্ধ, তাঁর; **বিরক্তস্য**—এবং সেই জন্য যিনি অনাসক্ত; **পুরুষস্য**—এইরূপ ব্যক্তির; **উক্তবেদিনঃ**—যিনি তাঁর গুরুদেবের নির্দেশের দ্বারা চালিত; **মনঃ**—মন; **ত্যজতি**—ত্যাগ করে; **দৌরাত্ম্যম্**—জড়দেহ এবং মনের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি; **চিন্তিতস্য**—চিন্তিত বিষয়ের; **অনুচিন্তয়া**—প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি এই জগতের ক্ষণস্থায়ী মায়াময় স্বভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তা থেকে অনাসক্ত হয় এবং তার মন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মতো পরিচালিত করে, তখন সে এই জগতের স্বভাব সম্বন্ধে বার বার চিন্তা করে, অবশেষে তার জড় পরিচিতি ত্যাগ করে।

তাৎপর্য

মনকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হলেও, প্রতিনিয়ত অভ্যাস করে কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে চিন্ময় স্তরে উপনীত করা যায়। নিষ্ঠা পরায়ণ শিষ্য নিরন্তর তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ স্মরণ করেন, আর তিনি বার বার সেই নগ্ন সত্যের সম্মুখীন হন যে, জড়জগৎ পরম সত্য নয়। বৈরাগ্য এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রবণতা ত্যাগ করে। এইভাবে নিষ্ঠা পরায়ণ কৃষ্ণভক্তের উপর থেকে মায়ার প্রভাব অপসারিত হয়। ক্রমশঃ শুদ্ধ মন তার মিথ্যা পরিচিতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে এবং চিন্ময় স্তরে তার নিষ্ঠাকে স্থানান্তরিত করে। তখনই তাঁকে সিদ্ধযোগী বলা হয়।

শ্লোক ২৪

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া ।
মমার্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥ ২৪ ॥

যম-আদিভিঃ—যমাদি নিয়ন্ত্রণ বিধির মাধ্যমে; **যোগ-পথৈঃ**—যোগপদ্ধতির দ্বারা; **অন্বীক্ষিক্যা**—তার্কিক বিশ্লেষণ দ্বারা; **চ**—এবং; **বিদ্যয়া**—পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা; **মম**—আমার; **অর্চা**—উপাসনা; **উপাসনাভিঃ**—শ্রদ্ধাদি দ্বারা; **বা**—বা; **ন**—কখনও না; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা (পদ্ধতি); **যোগ্যম্**—ধ্যানের বস্তু, পরমেশ্বর ভগবান; **স্মরেৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

যোগ পদ্ধতির বিভিন্ন যম-নিয়মাদি এবং পুরশ্চরণের মাধ্যমে তর্ক এবং পারমার্থিক শিক্ষার অথবা আমার প্রতি উপাসনা এবং শ্রদ্ধাদি দ্বারা তার উচিত পরম পুরুষ ভগবানের স্মরণে মনকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখা। এই উদ্দেশ্যে অন্য কোনও পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বা* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তার দ্বারা সূচিত করে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাদি দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছেন, তাঁর আর যম-নিয়ম, যোগের পুরশ্চরণ বৈদিক শিক্ষা এবং তর্কের খুঁটিনাটির জটিলতায় বিড়ম্বিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকে না। *যোগ্যম্* বা সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যেয় বস্তু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সে কথা বলা হয়েছে। যিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হন, তাঁর আর অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই, কেননা ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করাই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

শ্লোক ২৫

যদি কুর্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম বিগর্হিতম্ ।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন ॥ ২৫ ॥

যদি—যদি; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **প্রমাদেন**—অবহেলার জন্য; **যোগী**—যোগী; **কর্ম**—কার্য, **বিগর্হিতম্**—গর্হিত; **যোগেন**—যোগ পদ্ধতির দ্বারা; **এব**—মাত্র; **দহেৎ**—দহন করা উচিত; **অংহঃ**—সেই পাপ; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য পন্থা; **তত্র**—এই ব্যাপারে; **কদাচন**—কখনও (প্রয়োগ করা উচিত)।

অনুবাদ

সাময়িক অনবধানতাহেতু যোগী যদি আকস্মিকভাবে গর্হিত কর্ম করে, তবে সেই পাপের প্রতিক্রিয়াকে যোগাভ্যাসের দ্বারাই ভস্মীভূত করা উচিত। কখনও অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করা তার উচিত নয়।

তাৎপর্য

যোগেন শব্দটি এখানে নির্দেশ করে যে, *জ্ঞানেন যোগেন* এবং *ভক্ত্যা যোগেন* এই দুটি পারমার্থিক পদ্ধতির পাপের প্রতিক্রিয়াকে ভস্মীভূত করার শক্তি রয়েছে। আমাদের স্পষ্টরূপে বুঝতে হবে যে, *অংহঃ* বা 'পাপ' বলতে এখানে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকস্মিক পতনকে সূচিত করে। ভগবৎ কৃপাকে পূর্ব নির্ধারিত ভাবে অপপ্রয়োগ করা কখনই মার্জনীয় নয়।

বিশেষভাবে, শুদ্ধিকরণের কর্মকাণ্ডীয় বিধানগুলি ভগবান নিষেধ করেছেন, কেননা দিব্য যোগ পদ্ধতি, বিশেষত ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধি পন্থা। পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান অথবা প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে, কেউ যদি তাঁর নিত্যকৃত্যগুলি ত্যাগ করেন, তবে তিনি তাঁর অনুমোদিত কর্তব্য সম্পাদন না করার অতিরিক্ত দোষে দুষ্ট হবেন। আকস্মিক পতন থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে তাঁর উচিত অনর্থক হতাশ না হয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনের অনুমোদিত কর্তব্যগুলি করে চলা। তার জন্য অনুশোচনা বা লজ্জিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, তা না হলে শুদ্ধ হওয়া যাবে না। কিন্তু, কেউ যদি আকস্মিক পতনের জন্য অতিরিক্ত হতাশ হয়ে পড়েন, তবে তাঁর সিদ্ধ স্তরে উপনীত হওয়ার মতো উৎসাহও থাকবে না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, ভক্তকে সুষ্ঠুরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে হবে, তাহলে তিনি তাঁকে আকস্মিক পতন থেকে শুদ্ধ করে ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই খুবই সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে এইরূপ দুঃখজনক ঘটনা এড়িয়ে চলতে হবে।

শ্লোক ২৬

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।
কর্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥

স্বে স্বে—প্রত্যেকে নিজে; **অধিকারে**—পদ; **যা**—যে; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **সঃ**—এই; **গুণঃ**—পুণ্য; **পরিকীর্তিতঃ**—স্পষ্টরূপে ঘোষিত; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **জাতি**—স্বভাবের দ্বারা; **অশুদ্ধানাম্**—অশুদ্ধ; **অনেন**—এর দ্বারা; **নিয়মঃ**—নিয়ম; **কৃতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **গুণ**—পুণ্যের; **দোষ**—পাপের; **বিধানেন**—বিধান দ্বারা; **সঙ্গানাম্**—বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গের দ্বারা; **ত্যাজন**—ত্যাগের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা।

অনুবাদ

দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে যে, পরমার্থবাদীদের নিজ নিজ পারমার্থিক পদে অবিচলিতভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই যথার্থ পুণ্য, আর যখন পরমার্থবাদী তার অনুমোদিত কর্তব্যে অবহেলা করে সেটিই হচ্ছে পাপ। আন্তরিকতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করার মানসে যে ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্যের এই মানকে গ্রহণ করে, সে স্বভাবতই অশুদ্ধ জড় কর্ম দমন করতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে, যাঁরা জ্ঞান যোগ অথবা ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে আত্মোপলব্ধির জন্য রত, তাঁদের আকস্মিক পতনের প্রায়শ্চিত্ত করতে বিশেষ কোন তপস্যা করার জন্য নিত্যকৃত্যগুলি ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের নিত্য ভগবদ্ধামের পথে চালিত করা, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে উৎসাহ যোগানো নয়। স্বর্গে উপনীত হয়ে বিবিধ প্রকারের জড় ঐশ্বর্য উপভোগের জন্য বেদে অসংখ্য কার্যক্রমের বিধান থাকলেও, সেইরূপ জড় জাগতিক লাভ কেবল জড়বাদী লোকদের নিয়োজিত করার জন্যই উদ্দিষ্ট, অন্যথায় তারা অসুর হয়ে যাবে। যিনি দিব্য উপলব্ধি লাভের জন্য ব্রতী হয়েছেন, তাঁর আকস্মিক পতনের শুদ্ধিকরণের জন্য নিজের পারমার্থিক অনুশীলন ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। *সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া* শব্দ দুটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, বাহ্যিকভাবে বা অযত্নসহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত বা আত্মোপলব্ধির পথ অনুশীলন করা উচিত নয়; বরং আন্তরিকতার সঙ্গে অতীতের পাপজীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে কামনা করতে হবে। তদ্রূপ, *যা নিষ্ঠা* শব্দ দুটিতে বোঝানো হয়েছে যে, আমাদের নিরন্তর কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করা উচিত। এইভাবে পুণ্যের সার হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি

বর্জন করা এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্রতী হওয়া। যে ব্যক্তি দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় তাঁর ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেন, তিনিই সব থেকে পুণ্যবান ব্যক্তি, আর এই সমস্ত শরণাগত আত্মাকে ভগবান স্বয়ং রক্ষা করেন।

শ্লোক ২৭-২৮

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু ।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ ২৮ ॥

জাত—জাগ্রত; **শ্রদ্ধঃ**—বিশ্বাস; **মৎ-কথাসু**—আমার মহিমা বর্ণনে; **নির্বিণ্ণঃ**—বীতশ্রদ্ধ; **সর্ব**—সমস্ত; **কর্মসু**—কার্যকলাপ; **বেদ**—জানেন; **দুঃখ**—দুঃখ; **আত্মকান্**—সমন্বিত; **কামান্**—সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **পরিত্যাগে**—বৈরাগ্যের পদ্ধতিতে; **অপি**—যদিও; **অনীশ্বরঃ**—অক্ষম; **ততঃ**—এইরূপ বিশ্বাসের জন্য; **ভজেৎ**—তাঁর ভজনা করা উচিত; **মাম্**—আমাকে; **প্রীতঃ**—সুখী থেকে; **শ্রদ্ধালুঃ**—বিশ্বাসী হয়ে; **দৃঢ়**—দৃঢ়; **নিশ্চয়ঃ**—নিশ্চয়তা; **জুষমাণঃ**—রত হওয়া; **চ**—এবং; **তান্**—সেই; **কামান্**—ইন্দ্রিয়তর্পণ; **দুঃখ**—দুঃখ; **উদর্কান্**—প্রদানকারী; **চ**—এবং; **গর্হয়ন্**—অনুশোচনা করে।

অনুবাদ

আমার গুণকীর্তনের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করে, সমস্ত জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি বিরক্ত হয়ে, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখজনক জেনেও সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ ত্যাগে অসমর্থ হলে, আমার ভক্তের উচিত পরম বিশ্বাস ও প্রত্যয় সহকারে আমার ভজনা করে সুখী থাকা। সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় ভোগে রত আমার ভক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখদায়ক জেনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে শুদ্ধভক্তির প্রারম্ভিক স্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত দেখেন যে, সমস্ত জাগতিক কার্য ইন্দ্রিয়তপর্ণের জন্য উদ্দিষ্ট আর সমস্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণের ফল হচ্ছে দুঃখকষ্ট। তাই ব্যক্তিস্বার্থ রহিত হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়াই নিষ্ঠাবান ভক্তের আন্তরিক কামনা। ভক্ত ভগবানের নিত্যদাসরূপ যথার্থ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে এবং এই উন্নত পদ লাভের

জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। *অনীশ্বর* শব্দটিতে বোঝায়, পূর্বকৃত বদ অভ্যাস এবং পাপকর্মের জন্য তিনি ভোগের প্রবণতা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারেন না। বেশি হতাশ বা বিষণ্ণ না হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় উৎসাহিত থাকতে ভগবান এই ধরনের ভক্তদের সাহস প্রদান করেছেন। *নির্বিণ্ণ* শব্দটি বোঝায় যে, ঐকান্তিক ভক্ত যদিও তাঁর সমাপ্ত-প্রায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাপারে জড়িত, তবুও জাগতিক জীবনের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ বিরক্ত। তিনি কোন অবস্থাতেই জ্ঞাতসারে পাপকর্ম করেন না। বাস্তবে, তিনি সমস্ত প্রকার জাগতিক ক্রিয়াকলাপ এড়িয়ে চলেন। *কামান্* শব্দটি বোঝায়, বিশেষত যৌনজীবন আর তার আনুসঙ্গিক সন্তানাদি এবং গৃহ ইত্যাদি। জড় জগতে যৌন ব্যাপারটি এত প্রবল যে, একজন ঐকান্তিক ভক্তও যৌন আকর্ষণে বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং স্ত্রী-সন্তানাদির বাসনা করতে পারেন। শুদ্ধভক্ত অবশ্যই তাঁর তথাকথিত স্ত্রী এবং সন্তানাদিসহ সমস্ত জীবেদের জন্য স্নেহ বোধ করেন, কিন্তু তিনি জানেন যে, দৈহিক আকর্ষণ কোনই মঙ্গল সাধন করে না বরং তাতে তিনি এবং তাঁর তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন সকাম কর্মের দুঃখদায়ক প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েন। *দৃঢ় নিশ্চয়* শব্দটি বোঝায়, ভক্ত যে কোন পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ় নিশ্চয় থাকেন। তিনি চিন্তা করেন, " পূর্বকৃত লজ্জাকর কর্মের জন্য মিথ্যা আসক্তির দ্বারা আমার হৃদয় কলুষিত, আমার ব্যক্তিগত কোন শক্তি নেই যে, আমি তা বন্ধ করব। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয় থেকে এই সমস্ত অশুভ কলুষ দূর করতে পারেন। ভগবান এই সমস্ত আসক্তি এখনই দূর করুন বা সেগুলির দ্বারা আমাকে ক্লেশ প্রদান করুন, আমি কখনই তাঁর সেবা ত্যাগ করব না। এমনকি ভগবান যদি আমার সামনে লক্ষ লক্ষ বিঘ্নও স্থাপন করেন, আর আমার অপরাধের জন্য আমি যদি নরকেও যাই, আমি মুহূর্ত কালের জন্যও ভগবানের সেবা বন্ধ করব না। আমি মনগড়া জল্পনা-কল্পনা বা সকাম কর্মের প্রতি আগ্রহী নই, ব্রহ্মা স্বয়ং এসেও যদি আমায় সে সব করতে বলেন, তবুও তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি যদিও বিষয়ের প্রতি আসক্ত, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাতে কোনই মঙ্গল হবে না, কারণ সেগুলি আমাকে দুঃখ-কষ্ট দেবে আর আমার ভগবৎ-সেবায় অসুবিধা করবে, সুতরাং আমি আন্তরিকভাবে আমার বহুবিধ বিষয়ের প্রতি মূর্খের মতো আসক্তির জন্য অনুশোচনা করে ভগবানের কৃপার অপেক্ষা করব।"

প্রীত শব্দটি বোঝায়, ভক্ত নিজেকে ভগবানের পুত্র বা নিজজন বলে মনে করেন, তিনি ভগবানের প্রতি খুবই আসক্ত বোধ করেন। সুতরাং যদিও তিনি সাময়িক ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করেন, তবুও কখনও কৃষ্ণ

সেবার প্রতি উৎসাহ ত্যাগ করেন না। ভক্ত যদি ভগবৎ-সেবায় খুবই বিষণ্ণ বা নিরুৎসাহিত হন, তিনি হয়তো নির্বিশেষবাদে ডুবতে পারেন অথবা ভক্তিযোগ ত্যাগ করতে পারেন। সুতরাং ভগবান এখানে আদেশ করেছেন যে, আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করলেও, তিনি যেন তীব্রভাবে হতাশ না হন। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের অতীতের পাপকর্মের জন্য কখনও কখনও জড় মন আর ইন্দ্রিয় থেকে অসুবিধা আসবে, তাই বলে আমরা যেন মনোধর্মী দার্শনিকদের মতো ভগবদ্ভক্তিবিহীন কেবল অনাসক্তি প্রদর্শন না করি। যদিও আমরা ভগবৎ-সেবার শুদ্ধির জন্য অনাসক্তি প্রার্থনা করি, আমরা যদি ভগবানের প্রীতি বিধান অপেক্ষা বৈরাগ্যের প্রতিই বেশী জোর দিই, তবে আমরা প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবাকে ভুল বুঝব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস এত বলবান যে, কালক্রমে তা আমাদের আপনা-আপনি পূর্ণজ্ঞান ও বৈরাগ্য দান করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মূল আরাধ্য হিসাবে গ্রহণ না করে, যদি কেউ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতিই জোর দেন, তবে তিনি ভগবৎ-ধামে যাওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত হবেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করবেন যে, শুধুমাত্র ভক্তির মাধ্যমে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জীবনের যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় এবং তিনিই আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের বাসনা ত্যাগের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিক কামনা আমাদের জাগতিক বিঘ্ন থেকে উত্তীর্ণ করবে।

জাতশ্রদ্ধঃ মৎ-কথাসু কথাটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস সহকারে ভগবানের কৃপা ও মহিমার কথা শ্রবণ করলে আমরা ক্রমশ জড়-বাসনা থেকে মুক্ত হব এবং স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সম্পূর্ণ হতাশা দেখতে পাব। দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবৎ-মহিমা শ্রবণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পন্থা, যাতে আমরা সমস্ত জড় সঙ্গ ত্যাগ করতে সমর্থ হই।

ভগবৎ-সেবায় কোন অমঙ্গলই নেই। ভক্তদের যে সাময়িক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তা তাদের পূর্বকৃত জড় কর্মের ফল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয় ভোগের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অশুভ। এইভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও কৃষ্ণভক্তি একে অপরের বিরোধী। সর্বাবস্থায় আমাদের ভগবানের ঐকান্তিক সেবক হিসাবে থাকা উচিত, সর্বদা তাঁর কৃপায় বিশ্বাস রাখতে হবে, তা হলে আমরা নিশ্চয় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হব।

শ্লোক ২৯

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ ।
কামা হৃদয়্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ২৯ ॥

প্রোক্তেন—যা বর্ণিত হয়েছে; ভক্তি-যোগেন—ভক্তিযোগের দ্বারা; ভজতঃ—উপাসক; মা—আমাকে; অসকৃৎ—প্রতিনিয়ত; মুনেঃ—মুনির; কামা—জড় বাসনা; হৃদয়্যাঃ—হৃদয়ে; নশ্যন্তি—নাশ হয়; সর্বে—সকলে; ময়ি—আমাতে; হৃদি—যখন হৃদয়; স্থিতে—দৃঢ়বদ্ধ।

অনুবাদ

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন আমার মত অনুসারে সর্বদা ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, তখন তার হৃদয় আমাতে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এইভাবে তার হৃদয়স্থ জাগতিক বাসনার বিনাশ হয়।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়গুলি মনের বিকৃত ধারণাগুলিকে তৃপ্ত করতে রত এবং এইভাবে জাগতিক বাসনাকে একাদিক্রমে প্রাধান্য দিচ্ছে। যে ব্যক্তি সতত ভগবৎ-সেবায় রত হন এবং সর্বদা ভগবানের দিব্য মহিমা শ্রবণ-কীর্তন দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে সম্পাদন করেন, তিনি জড় বাসনার হয়রানি থেকে মুক্তি লাভ করেন। ভগবানের সেবা করে তাঁর আরও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর সবাই ভগবৎ সেবার মাধ্যমে ভগবানের আনন্দে অংশ গ্রহণ করেন। ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়মাঝে একটি সুন্দর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন আর প্রতিনিয়ত তাঁর সেবা করেন। ঠিক উদীয়মান সূর্য যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তদ্রূপ হৃদয়মাঝে ভগবানের উপস্থিতিতে সমস্ত জড় বাসনা দুর্বল হয়ে পড়ে আর অচিরেই তা দূরীভূত হয়। *ময়িহৃদিস্থিতে* ("যখন হৃদয় আমাতে স্থিত হয়") শব্দগুলির দ্বারা বোঝায় যে, উন্নত ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র তাঁর হৃদয়েই নয়, বরং তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়েই দর্শন করেন। এইভাবে ঐকান্তিক ভক্ত, যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন করেন, তাঁর হৃদয়স্থ অবশিষ্ট কিছু জাগতিক বাসনা দেখে তিনি যেন হতাশ না হন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা স্বাভাবিকভাবেই ভক্তের হৃদয়স্থ কলুষ শুদ্ধ করবে। এই জন্য বিশ্বাস সহকারে তাঁর অপেক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৩০

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৩০ ॥

ভিদ্যতে—ভেদ করে; হৃদয়—হৃদয়; গ্রন্থিঃ—বন্ধন; ছিদ্যন্তে—ছিন্ন ভিন্ন করে; সর্ব—সমস্ত; সংশয়াঃ—সংশয়; ক্ষীয়ন্তে—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; চ—এবং; অস্য—তার; কর্মাণি—সকাম কর্মের বন্ধন; ময়ি—যখন আমি; দৃষ্টে—দৃষ্ট হই; অখিল-আত্মনি—পরমেশ্বর ভগবান রূপে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি যখন দৃষ্ট হই, তখন হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়, এবং সকাম কর্মের বন্ধন খণ্ডিত হয়।

তাৎপর্য

হৃদয়গ্রন্থি বলতে বোঝায়, জড় দেহের মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা জীবের হৃদয় মায়ার নিকট বাঁধা থাকে। সে তখন জড় যৌন সুখে মগ্ন হয়, তখন সে অসংখ্য পুরুষ এবং স্ত্রী শরীরের মিলনের স্বপ্ন দর্শন করে। যে ব্যক্তি যৌন আকর্ষণের নেশায় মত্ত, সে বুঝেই উঠবে না যে, পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের ভাণ্ডার এবং পরম ভোক্তা। ভক্ত যখন ভগবৎ সেবায় স্থিত হন, তখন তিনি ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে প্রতি মুহূর্তে দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তখন তাঁর মিথ্যা পরিচিতির বন্ধন বিদীর্ণ হয় আর সমস্ত সংশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত অবস্থায় আমরা ভাবি যে, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আর পরম সত্য সম্বন্ধে মানসিক জল্পনা-কল্পনা না করে জীব সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে না। জড়বাদী লোকেরা মনে করে যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং মানসিক জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে সভ্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু, উপলব্ধি করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সুখের এক অসীম সাগর এবং সমস্ত জ্ঞানের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং মানসিক জল্পনার যমজ প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। ঠিক যেমন জ্বালানি সরিয়ে নিলে আগুন নিভে যায়, তেমনই সকাম কর্মের বন্ধন বা কর্ম তখন আপনা থেকেই বিধ্বস্ত হয়।

ভগবান কপিলদেব বলেছেন—*জরয়তি আশু যা কোশং নিগীর্ণম্ অনলো যথা* উন্নত মানের ভক্তিযোগ আমাদের জড়বন্ধন থেকে আপনা থেকেই মুক্তি প্রদান করে। "জঠরস্থ অগ্নি যেমন আহার্যবস্তুকে হজম করে ফেলে, তেমনই ভক্তি স্বাভাবিকভাবেই জীবের সূক্ষ্ম শরীর বিনাশ করে।" (ভাঃ ৩/২৫/৩৩) এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, "ভক্তকে আলাদাভাবে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সেই সেবা হচ্ছে মুক্তির পন্থা, কেননা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া মানে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই কথাটি শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—'পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার যদি অহৈতুকী ভক্তি থাকে, তা হলে মুক্তিদেবী দাসীর মতো আমার সেবা করেন। দাসীর মতো মুক্তিদেবী আমি যা চাই তা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।' ভক্তের কাছে মুক্তি কোন সমস্যাই নয়। কোন রকম পৃথক প্রয়াস ব্যতীতই মুক্তি লাভ হয়ে যায়।"

শ্লোক ৩১

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **মৎ-ভক্তি-যুক্তস্য**—যে আমার প্রেমময়ী সেবায় রত তার; **যোগিনঃ**—ভক্তের; **বৈ**—অবশ্যই; **মৎ-আত্মনঃ**—যার মন আমাতে নিবিষ্ট; **ন**—না; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান চর্চা; **ন**—অথবা নয়; **চ**—এবং; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য অনুশীলন; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **শ্রেয়ঃ**—সিদ্ধিলাভের উপায়; **ভবেৎ**—হতে পারে; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

সুতরাং, যে ভক্ত নিবিষ্ট চিত্তে আমার প্রেমময়ী সেবায় রত হয়েছে, ইহলোকের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণত জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলনের পন্থা তার জন্য নয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ ভক্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া জ্ঞান বা বৈরাগ্য অনুশীলন করে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগই হচ্ছে পরম দিব্য পন্থা, তা কখনই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলনরূপ গৌণ পন্থার উপর নির্ভরশীল নয়। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে তিনি আপনা থেকেই সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধি করেন। তখন ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ বর্ধিত হয়, আর আপনা থেকেই তিনি নিকৃষ্ট জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তি বর্জন করেন। পূর্বের শ্লোকগুলিতে ভগবান খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন পন্থার মাধ্যমে ভক্ত যেন তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেষ্টা না করেন। ঐকান্তিক ভক্ত ভগবানের নিকট তাঁর হৃদয় এবং আত্মাকে সমর্পণ করলেও তাঁর হয়তো কোনও জটিল জড় আসক্তি থেকে যেতে পারে, যা ঐ ভক্তের সুষ্ঠুরূপে দিব্যজ্ঞান উপলব্ধির পথে বিঘ্ন হতে পারে। ভক্তিযোগ কিন্তু কালক্রমে আপনা থেকেই এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী আসক্তি দূর করতে সক্ষম। ভক্ত যদি ভক্তিযোগ বহির্ভূত জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, তবে তাতে ভগবানের পাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে দিব্য পন্থা থেকে সম্পূর্ণ পতন ঘটার বিপদ থেকেই যায়। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া অন্য কোন পন্থার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, তিনি ভক্তিযোগের দিব্যশক্তি এবং ভগবৎ-করুণার কিছুই বুঝতে পারেননি।

ইহজগতে আমাদের হৃদয় যৌন আকর্ষণের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যানের বিঘ্ন ঘটায়। স্ত্রী সংসর্গের নেশার দ্বারা বদ্ধ জীব

কৃত্রিমভাবে গর্বিত হয় এবং সে ভগবানের প্রতি তার প্রেমময়ী সেবা ভাব বিস্মৃত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতিরেকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের গভীর অনুশীলন করে বদ্ধজীব নিজেকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু এইরূপ মিথ্যা গর্ব তার ত্যাগ করা উচিত, ঠিক যেমন জড় আকর্ষণের মিথ্যা গর্ব তাকে অবধারিতভাবে ত্যাগ করতে হয়। বদ্ধজীবের নিকট শুদ্ধ ভক্তিযোগ সুলভ হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য পন্থার প্রতি আকর্ষণ থাকলে তা নিশ্চয় তার ভক্ত জীবনে বিচ্যুতি বলে বুঝতে হবে। আমাদের হৃদয়ে সূক্ষ্মরূপে যে জড় বাসনা রয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করলে তা দূরীভূত হয়। ভগবান স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, নিজের জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুশীলনের মিথ্যা নিশ্চয়তা রহিত হয়ে, তাঁর উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করা, এবং সেই সঙ্গে ভগবানের দ্বারা নির্দেশিত ভক্তিযোগের বিধিনিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করা।

শ্লোক ৩২-৩৩

যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৩২ ॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

যৎ—যা লাভ হয়; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **যৎ**—যা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **জ্ঞান**—জ্ঞান চর্চার দ্বারা; **বৈরাগ্যতঃ**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **যৎ**—যা লাভ হয়; **যোগেন**—যোগ পদ্ধতির দ্বারা; **দান**—দানের দ্বারা; **ধর্মেণ**—ধর্মের দ্বারা; **শ্রেয়োভিঃ**—জীবনকে মঙ্গলময় করার পদ্ধতির দ্বারা; **ইতরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—বস্তুত; **সর্বম্**—সমস্ত; **মৎ-ভক্তি যোগেন**—আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **লভতে**—লাভ করে; **অঞ্জসা**—সহজে; **স্বর্গ**—স্বর্গে উন্নতি; **অপবর্গম্**—সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্তি; **মৎ-ধাম্**—আমার ধামে বাস; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনভাবে; **যদি**—যদি; **বাঞ্ছতি**—বাসনা করে।

অনুবাদ

সকাম কর্ম, তপস্যা, জ্ঞানচর্চা, বৈরাগ্য অনুশীলন, যোগাভ্যাস, দান, ধর্মকর্ম এবং জীবনে সিদ্ধি লাভের আর যতসব পন্থার মাধ্যমে যা কিছু লাভ করা যায়, তা আমার ভক্ত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন। কোনও ভাবে আমার ভক্ত যদি স্বর্গলাভ, মুক্তি অথবা আমার ধামে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সহজেই এইরূপ আশীর্বাদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভগবৎ ভক্তির দিব্য মহিমা ব্যক্ত করছেন। ভগবদ্ভক্তরা নিষ্কাম, তাঁরা কেবল ভগবৎ-সেবা কামনা করেন, তা সত্ত্বেও কোন মহান ভক্ত কখনও কখনও তাঁর প্রেমময়ী সেবার সুবিধার্থে ভগবানের আশীর্বাদ কামনা করতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে আমরা দেখি যে, ভগবানের মহান ভক্ত শ্রীচিত্রকেতু স্বর্গে যাওয়ার কামনা করেছিলেন, যাতে তিনি বিদ্যাধর লোকের সব থেকে আকর্ষণীয় রমণীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুন্দরভাবে ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করতে পারেন। তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহান বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয়, তার জন্য তিনি তাঁর মাতৃগর্ভ থেকেই বেরিয়ে আসতে চাননি। অন্যভাবে বলা যায়, শুকদেব গোস্বামী চেয়েছিলেন অপবর্গ, অর্থাৎ মায়া থেকে মুক্তি, যাতে তাঁর ভগবৎ সেবা বিঘ্নিত না হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মায়াশক্তিকে অনেক দূরে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁর মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে আসেন। ভগবানের পাদপদ্ম সেবার গভীর প্রেমময়ী বাসনাহেতু ভক্ত কখনও কখনও চিৎ জগতে যাওয়ার বাসনাও করতে পারেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে যে ভক্ত স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য ত্যাগ করেছেন, যাঁর ভগবদ্ভক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তিনিও কিছু পরিমাণে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ফলের প্রতি আসক্ত থাকতে পারেন। দক্ষতার সঙ্গে সকাম কর্ম করার মাধ্যমে স্বর্গবাস লাভ করা যায়, বৈরাগ্য অনুশীলন করার মাধ্যমে দৈহিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর ভক্তের হৃদয়ে এইরূপ বর লাভের বাসনা রয়েছে, তবে ভগবান তাঁর ভক্তকে সহজেই তা প্রদান করতে পারেন।

এই শ্লোকে *ইতরৈঃ* শব্দটি তীর্থ দর্শন, ধর্মীয় ব্রত গ্রহণ ইত্যাদিকে ইঙ্গিত করে। পূর্বের শ্লোকগুলিতে উন্নয়নের বিভিন্ন মঙ্গলময় পন্থা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত পন্থার যাবতীয় মঙ্গলময় ফল, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে অনায়াসে লাভ করা যায়। এইভাবে ভগবানের ভক্তরা যে পর্যায়েই উন্নীত থাকুন না কেন, তাঁদের উচিত তাঁদের সর্বশক্তি কেবল ভগবৎ সেবাতেই নিয়োজিত করা। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (ভাগবত ২/৩/১০)

শ্লোক ৩৪

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ৩৪ ॥

ন—কখনও না; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **সাধবঃ**—সাধু ব্যক্তি; **ধীরাঃ**—গভীর বুদ্ধি সম্পন্ন; **ভক্তাঃ**—ভক্ত; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **একান্তিনঃ**—সম্পূর্ণ উৎসর্গীত; **মম**—আমার প্রতি; **বাঞ্ছন্তি**—বাঞ্ছা করেন; **অপি**—বস্তুত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **কৈবল্যম্**—মুক্তি; **অপুনঃ-ভবম্**—জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

আমার ভক্তরা সাধু ব্যবহার সম্পন্ন এবং তারা গভীর ভাবে বুদ্ধিমান, তারা সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট সমর্পিত প্রাণ, আর আমাকে ছাড়া তারা কোন কিছুই কামনা করে না। সেইজন্য আমি তাদেরকে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করলেও, তারা তা গ্রহণ করে না।

তাৎপর্য

একান্তিনো মম শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন সাধু এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁরা নিজেদেরকে একমাত্র ভগবৎ সেবায় সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। এমনকি ভগবান যখন তাঁদেরকে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি প্রদান করেন, ভক্তরা তা গ্রহণ করেন না। শুদ্ধভক্ত আপনা থেকেই ভগবানের নিজধামে নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করে থাকেন, তাই তিনি মনে করেন, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে কেবল মুক্তি হচ্ছে অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করে, নির্বিশেষ মুক্তি লাভের জন্য অথবা জাগতিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বাহ্যিকভাবে ভগবানের সেবা করে, তাকে কখনই ভগবানের দিব্যস্তরের ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। যতক্ষণ কেউ জাগতিক ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা মুক্তি কামনা করে, ততক্ষণই সে সমাধির স্তর, অথবা পূর্ণ আত্মোপলব্ধি লাভ করতে পারে না। বাস্তবে, প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তাই নিজের ব্যক্তিগত বাসনা রহিত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হওয়া হচ্ছে তার স্বরূপ। জীবনের এই শুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের কথা এই শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৫

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্ ।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

নৈরপেক্ষ্যম্—ভক্তিযোগ ব্যতীত কোন কিছুই কামনা না করা; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **প্রাহুঃ**—বলা হয়েছে; **নিঃশ্রেয়সম্**—মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়; **অনল্পকম্**—মহান; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **নিরাশিষঃ**—যিনি ব্যক্তিগত পুরস্কার কামনা করেন না; **ভক্তিঃ**—ভক্তিযুক্ত প্রেমময়ী সেবা; **নিরপেক্ষস্য**—নিরপেক্ষ ব্যক্তির; **মে**—আমাতে; **ভবেৎ**—উদ্ভূত হতে পারে।

অনুবাদ

বলা হয় যে, পূর্ণ বৈরাগ্য হচ্ছে মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং যার ব্যক্তিগত বাসনা নেই, এবং ব্যক্তিগত পুরস্কারের বাসনাও করে না, সে আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত প্রেমময়ী সেবা লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদার ধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সবরকম জড় কামনা যুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" শুকদেব গোস্বামীর এই উক্তিতে *তীব্রেণ ভক্তিযোগেন* শব্দগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "অবিমিশ্র সূর্যকিরণ অত্যন্ত তেজস্বী, তাই তাকে বলে তীব্র, তেমনই, শ্রবণ-কীর্তন সমন্বিত শুদ্ধ ভক্তিযোগ অনুশীলন, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সম্পাদন করা উচিত।" নিঃসন্দেহে, এই কলিযুগে মানুষেরা জড় কাম, লোভ, ক্রোধ, অনুশোচনা ইত্যাদি দ্বারা অত্যন্ত পতিত। এই যুগে প্রায় সমস্ত মানুষই *সর্বকাম*, অর্থাৎ জড় বাসনায় পূর্ণ। তবুও আমাদের বুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে আমরা জীবনের সব কিছু লাভ করতে পারি। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে কোন জীবেরই অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। আমাদেরকে মানতেই হবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের ভাণ্ডার এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমাদের হৃদয়স্থ প্রকৃত বাসনাগুলি পূরণ করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

নিকট থেকে আমরা সমস্ত কিছু লাভ করতে পারি, এই সরল বিশ্বাস হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের সার, এবং তা এমনকি পতিত ব্যক্তিকেও এই কঠিন যুগের যন্ত্রণাদায়ক পরিধি অতিক্রম করাতে সক্ষম।

শ্লোক ৩৬

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **ময়ি**—আমাতে; **এক-অন্ত**—অমিশ্র; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **গুণ**—গুণ; **দোষ**—প্রতিকূলতা হেতু নিষিদ্ধ; **উদ্ভবাঃ**—এইরূপ বস্তু থেকে উদ্ভূত; **গুণাঃ**—পুণ্য ও পাপ; **সাধূনাম্**—জড় আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিদের; **সমচিত্তানাম্**—যিনি সর্বাবস্থায় সমচিত্ত; **বুদ্ধেঃ**—জড় বুদ্ধি গ্রাহ্য; **পরম**—ঊর্ধ্বে; **উপেয়ুষাম্**—যারা প্রাপ্ত হয়েছে তাদের।

অনুবাদ

আমার শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে এই জগতের ভাল এবং মন্দ থেকে উদ্ভূত জড় পুণ্য এবং পাপ থাকতে পারে না, কেননা সে জড় আকাঙ্ক্ষা রহিত, সর্বদা দিব্য চেতনায় অধিষ্ঠিত। এক কথায়, এই সমস্ত ভক্তরা জড় বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্ত কিছুর অতীত পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

বুদ্ধেঃ পরম শব্দদ্বয় ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের দিব্য গুণাবলীতে মগ্ন শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জড়া প্রকৃতির গুণাবলী দেখা যায় না। *ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্যক্তিগত বাসনার প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তির মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তকে চেনা যায়। তিনি যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে সর্বদা মগ্ন, তাই তাঁর জন্য বৈদিক নিয়মের অসংখ্য বিধিবিধান সর্বদা পালনীয় নয়। এইরূপ সাময়িক অবহেলাকে বিধান লঙ্ঘন বলে মনে করা হয় না। তেমনই, জাগতিক সাধারণ পুণ্য সম্পাদনই ভগবানের প্রতি সমর্পিত প্রাণ ভক্তের সর্বোচ্চ যোগ্যতা নয়। কৃষ্ণপ্রেম এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত হন। সেই স্তরে ভগবানের হয়ে যা কিছু কার্য করা হয় তা সবই দিব্য, কেননা তা হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছার প্রকাশ। কখনও কখনও সাধারণ জড় জাগতিক মানুষ ভণ্ডামি করে, তাদের কামনেয়াকে এবং অবৈধ কর্ম সম্পাদন করার জন্য নিজেদেরকে দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত বলে দাবি করে এবং সমাজে মহা উৎপাতের সৃষ্টি করে। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে

যেমন কোন জাতীয় নেতার ব্যক্তিগত সচীব বলে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা মিথ্যা রাজকীয় সুযোগ সুবিধা দাবি করা উচিত নয়, তেমনই, কোন সাধারণ বদ্ধজীব যেন মূর্খের মতো দাবি না করে যে, তার অবৈধ খামখেয়ালী বা মনগড়া কার্যকলাপ হচ্ছে তার দিব্য অধিকার বা ভগবানের ইচ্ছা। নিজেকে সাধারণ পাপ পুণ্যের উর্ধ্বে বলে দাবি করার পূর্বে তাকে অবশ্যই ভগবানের যথার্থ শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে, যিনি হবেন স্বয়ং ভগবান থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ।

ভক্তিযোগের সাধু পর্যায়ে উন্নীত কিছু অত্যন্ত উন্নত ভক্তের সেই পর্যায় থেকে সাময়িক পতনের ঘটনা রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) ভগবান উপদেশ প্রদান করেছেন—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের সাময়িক পতনে সেই ভক্তের প্রতি ভগবানের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এমনকি সাধারণ পিতামাতা তাঁদের সন্তানের সাময়িক বিধিলঙ্ঘন সত্বর মার্জনা করে দেন। শিশু এবং পিতামাতা যেমন একে অপরের সঙ্গে স্নেহের আদান প্রদান উপভোগ করে থাকেন, তদ্রূপ শরণাগত সেবক ভগবানের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক উপভোগ করেন। পূর্ব পরিকল্পিত নয় এমন আকস্মিক পতন ভগবান খুব সত্বর ক্ষমা করে দেন। তদ্রূপ সমাজের আর সমস্ত সদস্যরা যেন ভগবানের নিজের অনুভূতি অনুধাবন করে, এইরূপ নিষ্ঠাবান ভক্তদের ক্ষমা করেন। আকস্মিক পতনের জন্য কোন উন্নত ভক্তকে যেন জড় স্তরের, পাপিষ্ঠ ইত্যাদি বলে অভিহিত করা না হয়। তৎক্ষণাৎ সেই ভক্ত সাধুসুলভ সেবার পর্যায়ে প্রত্যাবর্তন করে, ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। যদি তিনি স্থায়ী ভাবে পতিত দশায় থাকতে চান তবে তাঁকে উচ্চস্তরের ভগবৎ ভক্তরূপে আর গণ্য করা যাবে না।

শ্লোক ৩৭

এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **এতান্**—এই সকল; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দিষ্টান্**—উপদিষ্ট; **অনুতিষ্ঠন্তি**—অনুগামীগণ; **মে**—আমাকে; **পথঃ**—প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা; **ক্ষেমম্**—মায়া

থেকে মুক্তি; বিন্দন্তি—লাভ করে; মৎ-স্থানম্—আমার নিজ ধাম; যৎ—সেই; ব্রহ্ম পরমম্—পরম সত্য; বিদুঃ—প্রত্যক্ষভাবে জানে।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্যক্তি আমাকে লাভ করার পদ্ধতি স্বয়ং আমার নিকট থেকে শিখেছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করে, তারা মায়া থেকে মুক্ত হয় এবং আমার নিজধামে উপনীত হয়ে পরম সত্যকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শুদ্ধভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।